একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

মানিকদহ, গোপালগঞ্জ, বৃহস্পতিবার, ১৩ মাঘ ১৪২৩, ২৬ জানুয়ারি ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ স্কাউটস এর নেতৃবৃন্দ,

রোভার স্কাউটসবৃন্দ এবং

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

জাতির পিতার স্মৃতিধন্য গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত একাদশ জাতীয় রোভার মুটে উপস্থিত সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ২৪ বছরের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, জেল-জুলুম এবং নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করে আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন স্বাধীন-সার্বভৌম এই বাংলাদেশ।

স্মরণ করছি ৩রা নভেম্বর জেলখানায় নিহত জাতীয় চারনেতাকে। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, স্বজন হারানো পরিবার ও একাত্তরে নির্যাতিত ২ লাখ মা-বোনের প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক সমবেদনা।

প্রিয় রোভার স্কাউটবৃন্দ,

তোমরা যারা এই মুটে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে তারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। আমি আশা করি, এ ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলা করে তোমরা নিজেদের আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবে। এবারের মুট থিম, 'শান্তিময় জীবন, উন্নত দেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী ও উদ্দীপনামূলক বলে আমি মনে করি।

আমাদের সরকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পৃথক একটি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ২৪তম রিজিওনাল স্কাউট কনফারেন্স আয়োজন করেছে। মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়নের কাজও সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১০-২০১৬ পর্যন্ত সদ্য সমাপ্ত কাবিং সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের জন্য ১১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ হাজার নতুন কাব স্কাউট দল গঠন করা হয়েছে।

২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হিউম্যান রিসোর্স থ্রু স্কাউটিং প্রকল্পের জন্য ১৭ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার নতুন স্কাউট দল, ৫টি জেলায় স্কাউট ভবন, দিনাজপুর ও কুমিল্লায় মহিলা ডরমিটরি নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাচীরসহ সংস্কার কাজ এবং সিলেট আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

রোভার স্কাউটবৃন্দ,

বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে সরকার ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশ স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ' শীর্ষক ১২২ কোটি ১০ লাখ টাকার একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাব স্কাউটিং বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে।

আমরা মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান সঙ্কুলান সমস্যা নিরসনের জন্য ৯৫ একর বনভূমি স্কাউটদের ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি। এছাড়া স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্যাম্প সাইট স্থাপনের লক্ষ্য চট্টগ্রাম, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও মানিকগঞ্জে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নি দুর্ঘটনা ও শীতার্ত মানুষের সেবায় তোমরা কাজ করে যাচ্ছ। আমি জেনে আনন্দিত যে, বাংলাদেশ স্কাউটস দুর্যোগে সেবাদানের লক্ষ্যে স্কাউটসদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অধিক হারে বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে স্কাউটদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করি, তোমাদের সেবাধর্মী কাজ আরও বিস্তৃত হবে।

সম্মানিত সুধিমন্ডলী,

আমাদের সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন এনেছে। একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ৮ বছরে সর্বমোট প্রায় ২২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে। বিশেব বিনামূল্যে বই বিতরণের এমন নজির নেই। বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরেপড়ার হার হ্রাস পেয়েছে।

২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যেসব উপজেলায় সরকারি স্কুল বা কলেজ নেই, সেসব উপজেলায় একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ করা হবে। ৩১ হাজার ১৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

২০০৯ সালে থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। একই সময়ে বেসরকারি খাতে ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পরিচালনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি নতুন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। যেসব জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব জেলায় একটি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছি। দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে ৩০ ধরণের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ৬৪টি জেলা হাসপাতাল ও ৪২১টি উপজেলা হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে।

অচিরেই দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ১ লাখ পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যকার্ড বিতরণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সব দরিদ্র পরিবারের মধ্যে এই কার্ড দেওয়া হবে।

অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি আজ বাংলাদেশ। গত ৮ বছরে ৫ কোটির বেশি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। দেশ-বিদেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ ডলার। রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ৩৪.২৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ বেড়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রায় ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে চাই। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতুতে ২০১৮ সালে যানবাহন চলবে।

সুধিমন্ডলী,

সকল বাধা ও ষড়যন্ত্র ছিন্ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। একের পর এক বিচারের রায় কার্যকর হচ্ছে। আমরা জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী সকল যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনব এবং শাস্তি কার্যকর করব। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। গত নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করেছি। অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ করেছি। নির্বাচিত ব্যক্তিরাই দেশ পরিচালনা করবে-এ পদ্ধতি নিশ্চিত করেছি।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশেব 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ,

দায়িত্ব পালনে আপনাদের একনিষ্ঠ হতে হবে। সৎ, দৃঢ় এবং দেশাতববোধে উজ্জীবিত সুনাগরিক তৈরিতে আপনাদের গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী প্রজন্মকে স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সার্বিক সহায়তাদানে আমাদের সরকার আরও কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৫ লাখ। আমি জেনেছি বাংলাদেশ স্কাউটস ২০২১ সালে ২১ লাখ স্কাউট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। স্কাউটিং এর গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে এ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানাই। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ দু'টি করে কাব স্কাউট দল, দু'টি স্কাউট দল ও দু'টি রোভার স্কাউট দল চালু করতে হবে।

ছেলেদের পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেয়েদের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইউনিট চালু করতে হবে। এজন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সকলে সমন্বিতভাবে বাংলাদেশ স্কাউট'কে সহযোগিতা করবেন বলে আমি আশা করি।

প্রিয় রোভার স্কাউটবৃন্দ,

তোমরা জাতির ভবিষ্যৎ। দেশের নেতৃত্বদানের জন্য তোমাদের বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দৃপ্ত পায়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার কারিগর হয়ে উঠতে হবে। গোপালগঞ্জে এই মিলন মেলায় তোমাদের অংশগ্রহণ ও অবস্থান আনন্দময় হোক।

সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আমি একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...